সূরা হা মীম্ আস্ সাজ্দা-৪১
(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণ হওয়ার সময় ও প্রসঙ্গ

এই সূরার নাম 'হা মীম্ আস্ সাজ্দা'। 'ফুস্সিলাত নামেও এই সূরাটি অভিহিত। এটি হা মীম্ গ্রুপের দ্বিতীয় সূরা। তাই পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সূরাদ্বয়ের সাথে ভাষাগত ও বিষয়গত দিক দিয়ে এর যথেষ্ট মিল রয়েছে। ঐ দুটি সূরার মত এই সূরাটিও মক্কায় এমন এক সময়ে অবতীর্ণ হয়েছিল যখন ইসলাম -বিরোধী শক্তিগুলো প্রবল ও কৃতসঙ্কল্প হয়ে বিরামহীনভাবে শত্রুতায় লিপ্ত হয়েছিল। পূর্ববর্তী সূরার শেষ দিকে অবিশ্বাসীদেরকে বলা হয়েছিল, যখন ঐশী শাস্তি উপস্থিত হয়ে যায় তখন অনুশোচনা ও বিশ্বাস আনয়ন করেও অব্যাহতি পাওয়া যায় না। এই সূরার প্রারম্ভে বলা হয়েছে, এ সকল লোকেরাই নিজেদেরকে শাস্তির যোগ্য করে ফেলে যারা তাদের হৃদয়ের দ্বারগুলোকে একেবারে এমনভাবে বন্ধ করে দেয় যে হাজার চেষ্টা করেও তাদেরকে কুরআনের কথা শুনানো যায় না। এই সূরা এও বলছে যে মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সাধনের জন্য যা কিছু দরকার এর সব কিছুই কুরআনে মজুদ রয়েছে। কুরআন ধর্মের প্রয়োজনীয় বিশ্বাস এবং নীতিগুলোকে সরল, বোধগম্য ভাষায় বিস্তারিতভাবে ও পরিপূর্ণরূপে বর্ণনা করেছে। যুক্তি দেখানো হয়েছে, ছয়টি পিরিয়ডে বা সময়-পর্যায়ে ছয়টি অবস্থা- বিবর্তনের মধ্য দিয়ে যে বিশ্ব-জগতের সৃষ্টি হয়েছে তা সৃষ্টিকর্তার একত্বকেই প্রমাণ করে। যত নবী পৃথিবীতে এসেছেন তাঁরা সকলেই এই একই বাণী বহন করে এনেছেন যে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ একজনই। এমনকি পুরানো দিনের নবী হযরত হূদ ও সালেহ্ (আঃ)ও এই কথাই প্রচার করেছিলেন।

অতঃপর বলা হয়েছে, যখনই পৃথিবীতে কোন নতুন নবীর আগমন হয় তখনই অবিশ্বাসের ধারক নেতৃবৃন্দ তাঁর আনীত সত্যের বিরুদ্ধে আদা জল খেয়ে লেগে যায়, এর বিরুদ্ধে উচ্চস্বরে আওয়াজ তোলে। তারা নানা কথা বলে, নানা প্রকারের ছল-চাতুরী ও মিথ্যা-বানাওট কাহিনী সৃষ্টি করে সত্যের আহ্বানকে দাবিয়ে দিতে চায়। কিন্তু মিথ্যা দ্বারা সত্যের বাণীকে কখনো প্রতিরোধ করা সম্ভব হয় না। এই একই নিয়ম হযরত নবী করীম (সাঃ) এর ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য। অতএব হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ) এর বিরুদ্ধে শত্রুরা যত প্রকারের ছল, বল ও কলা-কৌশল ব্যবহার করবে সবই বিফল হবে। বরং যারা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর উপর বিশ্বাস আনয়ন করবে ও বিপদাপদ উপেক্ষা করে তাঁর পাশে দাঁড়াবে তাদেরকে নিশ্চয়তা দেয়া হচ্ছে, তাদের কাছে ফিরিশ্তারা অবতীর্ণ হবেন; ফিরিশ্তারা তাদেরকে আল্লাহ্র দেয়া আশ্বাস ও সান্ত্বনার বাণী শুনাবেন এবং জানাবেন যে তাদের সকল শুভ-প্রচেষ্টাকে ইহলোকেই কৃতকার্যতায় ভূষিত করা হবে। ঐশী আশীর্বাদের ধারা ইহলোকেই তাদের উপর বর্ষিত হবে এবং পরলোকে তারা আল্লাহ্র মেহ্মান হবেন।

অতঃপর এই সূরাতে বলা হয়েছে, পাপাচার ও দুষ্কৃতির কালোরাত কেটে যাবে এবং আল্লাহ্র তৌহীদের সূর্য ও ইসলামের জ্যোতিমালা আরবভূমিকে উজ্জ্বল করে তুলবে। যে জাতি শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল, সেই জাতি ইসলামের স্পর্শে এসে এক নবজীবন লাভ করবে। কেবল আরব ভূমিকে আলোকিত করেই ইসলাম ক্ষান্ত হবে না, বরং সেখানে মজবুতভাবে শিকড় স্থাপনের পর এটি পৃথিবীর সকল প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে মানব হৃদয়ে ছড়িয়ে পড়বে। এই আশ্চর্য্যজনক পরিবর্তনের মূলে থাকবে এ অত্যাশ্চর্য কিতাবের শিক্ষা যার নাম কুরআন। একমাত্র আল্লাহ্ তালাই জানেন, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর রোপিত সত্যের চারাগাছটি কখন কীভাবে বিরাট মহীরূহে পরিণত হয়ে বিশ্বের সকল বড় বড় জাতিকে এর সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় দান করবে। তবে এ কথা ধ্রুব সত্য যে বিশ্বের সকল জাতি একদিন ইসলামের শান্তিপ্রদছায়াতলে এসে আশ্রয় গ্রহণ করবে।

★[এ সূরায় এমন কোন কোন আয়াত রয়েছে, যা না বুঝার দরুন কোন কোন লোক এগুলো সম্পর্কে আপত্তি উত্থাপন করে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, ১১ থেকে ১৩ আয়াত সম্পর্কে তারা মনে করে সৃষ্টির সূচনাতে গোটা বিশ্বজগৎ যে ধুঁয়ার মত এক পরিমন্ডলে বিস্তৃত হয়ে গিয়েছিল সে কথার উল্লেখ করা হয়েছে, অথচ পৃথিবীর সৃষ্টি তো এর অনেক পরে হয়েছে।
আসলে এখানে এ বিষয়ের বর্ণনা করা হচ্ছে, পৃথিবীতে যে খাদ্যসামগ্রীর ব্যবস্থা রয়েছে তা চার যুগে সম্পন্ন করা হয়েছে এবং পাহাড়পর্বতের অবস্থান এতে কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করেছে। এরপর এ কথা বলা হয়েছে, এর ওপরের আকাশ এক ধুঁয়ার আকারে ছিল। এ ধুঁয়া প্রকৃতপক্ষে এরূপ জলীয়বাষ্পের আকারে ছিল, যা পৃথিবীর নিকটের সাত আকাশেরও অনেক ঊর্দ্ধে ছিল। এ জলীয়বাষ্প যখন পৃথিবীতে বর্ষিত হতো তখন গরমের তীব্রতার দরুন তা পুনরায় ধুঁয়ার আকারে উচ্চাকাশে উঠে যেত। এক সুদীর্ঘকাল পর্যন্ত পৃথিবীর অবস্থা এমনটিই ছিল। অবশেষে সেই পানি পৃথিবীতে বর্ষিত হয়ে সাগর মহাসাগরের আকারে পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়লো, যেখান থেকে তা জলীয়বাষ্পাকারে ওপরে উঠে পাহাড়পর্বতের সাথে ধাক্কা খেয়ে পুনরায় পৃথিবীতে বর্ষিত হতে আরম্ভ করলো। এরপর পৃথিবীর নিকটের সাত আকাশকে দুটি যুগে সম্পূর্ণ করা হলো এবং আকাশের প্রত্যেক স্তরকে এই বলে সুনির্দিষ্ট আদেশ দেয়া হলো, তোমাদেরকে এ কাজ করতে হবে। আজকের বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর চারদিকে সাত স্তরে বিভক্ত আকাশের কথা বলে থাকে এবং এর প্রত্যেক স্তরের এক সুনির্দিষ্ট কাজের কথাও বর্ণনা করে। এ ছাড়া পৃথিবীতে মানুষের টিকে থাকা সম্ভব হতো না এবং আকাশের এসব স্তর পৃথিবীর ও পৃথিবীবাসীর সুরক্ষার কাজে নিয়োজিত রয়েছে। (হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দুতে অনূদিত কুরআন করীমের সূরার ভূমিকা দ্রষ্টব্য)]

সূরা হা মীম্ আস্ সাজ্দা-৪১

মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ৫৫ আয়াত এবং ৬ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। [ক]আল্লাহ্র নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী।

حٰمٓ ②

২। [খ]হামীদুন মাজীদুন, অর্থাৎ প্রশংসার অধিকারী, সম্মানের অধিকারী[২৬২০-ক]।

تَنْزِيْلٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ③

৩। [গ]পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারীর কাছ থেকে (এ কুরআন) অবতীর্ণ করা হয়েছে।

كِتٰبٌ فُصِّلَتْ اٰيٰتُهٗ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا
لِّقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ④

৪। [ঘ]এ এমন এক কিতাব যার আয়াতসমূহ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। (এ কিতাব) বার বার পঠিত এবং (এটি) সন্দেহাতীতভাবে স্বচ্ছ, যার আয়াতসমূহ জ্ঞানী লোকদের জন্য বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

بَشِيْرًا وَّ نَذِيْرًا ۚ فَاَعْرَضَ
اَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ ⑤

৫। (এ কিতাবটি পুণ্যবানদের জন্য) [ঙ]সুসংবাদদাতা এবং (দুষ্কৃতকারীদের জন্য) সতর্ককারী। তথাপি তাদের অধিকাংশই মুখ ফিরিয়ে রেখেছে এবং তারা শুনে না।

وَ قَالُوْا قُلُوْبُنَا فِيْٓ اَكِنَّةٍ مِّمَّا
تَدْعُوْنَآ اِلَيْهِ وَفِيْٓ اٰذَانِنَا وَقْرٌ وَّ مِنْۢ
بَيْنِنَا وَ بَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ
اِنَّنَا عٰمِلُوْنَ ⑥

৬। [চ]আর তারা বললো, 'যে বিষয়ের দিকে তুমি আমাদের ডাকছ সে বিষয়ে আমাদের অন্তর আবরণে (ঢাকা) আছে এবং আমাদের কানে রয়েছে বধিরতা[২৬২১]। এ ছাড়া আমাদের ও তোমার মাঝে রয়েছে এক পর্দা। সুতরাং তুমি তোমার কাজ করে যাও, আমরা(ও) করে যাচ্ছি।

قُلْ اِنَّمَآ اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحٰٓى
اِلَيَّ اَنَّمَآ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ
فَاسْتَقِيْمُوْٓا اِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوْهُ ؕ وَ
وَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِيْنَ ⑦

৭। [ছ]তুমি বল, 'আমি কেবল তোমাদেরই মত একজন মানুষ। আমার প্রতি ওহী করা হয়, তোমাদের উপাস্য মাত্র একজনই। অতএব তাঁর সমীপে অবিচল হয়ে দাঁড়াও এবং তাঁর কাছে ক্ষমা চাও।' আর মুশরিকদের সর্বনাশ হোক,

দেখুন ঃ ক. ১ঃ১, খ. ৪০ঃ২, ৪২ঃ২, ৪৪ঃ২, ৪৫ঃ২, ৪৬ঃ২ গ. ৩২ঃ৩, ৪০ঃ৩, ৪৫ঃ৩, ৪৬ঃ৩ ঘ. ১১ঃ২ ঙ. ৫ঃ২০, ২৫ঃ৫৭, ৩৫ঃ২৫, ৪৮ঃ৯ চ. ৬ঃ২৬, ১৭ঃ৪৭, ১৮ঃ৫৮ ছ. ১৪ঃ১২, ১৮ঃ১১১, ২১ঃ১০৯

২৬২০-ক। ২৫৯২ টীকা দেখুন।

২৬২১। এই আয়াতে বলা হচ্ছে, কাফিররা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)কে ঠাট্টা ও বিদ্রূপ করে বলে, 'তোমার শিক্ষা ও উপদেশমালা এতই ভাল যে আমাদের মত পাপীর পক্ষে তা গ্রহণ করা কঠিন। তোমার ধ্যান-ধারণা এতই পবিত্র যে এইগুলো আমাদের বুদ্ধি ও কর্মক্ষমতার বাইরে। আর যদি এই কথাগুলোকে বিদ্রূপ বা ঠাট্টা মনে করা না হয় তাহলে অর্থ দাঁড়াবে এইরূপ-'আমরা পুরোপুরি কৃতসংকল্প, তোমার শিক্ষা আমরা গ্রহণ করবো না। আমরা আমাদের হৃদয়, চক্ষু, কর্ণকে তোমার শিক্ষার বিরুদ্ধে বন্ধ করে দিয়েছি।'

الَّذِيْنَ لَا يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَ هُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ كٰفِرُوْنَ ۝٨

৮। যারা যাকাত দেয় না এবং এরাই পরকালকে অস্বীকার করে।

إِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ ۝٩

১ [৯] ১৫ ৯। নিশ্চয় [ক]যারা ঈমান আনে এবং সৎ কাজ করে তাদের জন্য নিরবচ্ছিন্ন প্রতিদান রয়েছে।

قُلْ اَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُوْنَ بِالَّذِيْ خَلَقَ الْاَرْضَ فِيْ يَوْمَيْنِ وَ تَجْعَلُوْنَ لَهٗۤ اَنْدَادًا ؕ ذٰلِكَ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ۝١٠

★ ১০। তুমি বল, 'তোমরা কি তাঁকে অস্বীকার কর যিনি পৃথিবীকে দুটি পর্যায়কালে সৃষ্টি করেছেন[২৬২২] এবং তোমরা তাঁরই শরীক সাব্যস্ত কর? ইনিই হলেন বিশ্বজগতের প্রভু-প্রতিপালক।

وَ جَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَ بٰرَكَ فِيْهَا وَ قَدَّرَ فِيْهَاۤ اَقْوَاتَهَا فِيْۤ اَرْبَعَةِ اَيَّامٍ ؕ سَوَآءً لِّلسَّآئِلِيْنَ ۝١١

★ ১১। [খ]তিনি এ (পৃথিবীর) উপরিভাগে সুউচ্চ ও সুদৃঢ় পাহাড়পর্বত স্থাপন করেছেন, এতে বহু কল্যাণ রেখেছেন এবং এর খাদ্যসামগ্রীর উপকরণসমূহ চার[২৬২৩] পর্যায়কালে সমভাবে সব প্রার্থীর জন্য উত্তমরূপে সুষম করেছেন[২৬২৪]।

ثُمَّ اسْتَوٰۤى اِلَى السَّمَآءِ وَ هِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَ لِلْاَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا ؕ قَالَتَاۤ اَتَيْنَا طَآئِعِيْنَ ۝١٢

১২। এরপর তিনি আকাশের দিকে মনোনিবেশ করলেন আর তা ছিল ধোঁয়াটে। আর তিনি একে এবং পৃথিবীকে বললেন, 'তোমরা উভয়ে স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় (আনুগত্যের জন্য)[২৬২৫] চলে এস।' এরা উভয়ে বললো, 'আমরা স্বেচ্ছায় চলে এলাম[২৬২৬]।'

দেখুন ঃ ক. ১১ঃ১২, ৮৪ঃ২৬, ৯৫ঃ৭ খ. ১৩ঃ৪, ১৫ঃ২০, ৭৭ঃ২৮

২৬২২। এখানে যে দুটি পর্যায়কালের উল্লেখ আছে তার দৈর্ঘ্য নিরূপণ করার ক্ষমতা কারো নেই। এর পরিমাপ হাজার হাজার বৎসর হতে পারে। কুরআন শরীফেই 'একদিন'কে এক হাজার বৎসরের সমান বলা হয়েছে (২২ঃ৪৮), এমনকি 'একদিন'কে পঞ্চাশ হাজার বৎসরের সমানও বলা হয়েছে(৭০ঃ৫)। 'দুটি পর্যায়ে' পৃথিবী সৃষ্টি করার অর্থ পৃথিবীর প্রাথমিক দুটি অবস্থানকেও বুঝাতে পারে, যেমন প্রথমাবস্থায় এ ছিল উত্তপ্ত, আকৃতিহীন বায়বীয় (গ্যাস) অবস্থায় ছিল, পরে ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হতে হতে ক্রমশ ঘনীভূত হয়ে দ্বিতীয় অবস্থায় উত্তীর্ণ হয়েছে।

২৬২৩। উপরের আয়াতে যে দুটি পর্যায় বা দুটি অবস্থার কথা বলা হয়েছে, যার মধ্য দিয়ে পৃথিবী একটি ঘনীভূত আকৃতি ধারণ করেছে সেই দুটি পর্যায় এই আয়াতে উল্লেখকৃত 'চার পর্যায়কালে' এর অন্তর্গত দুটি পর্যায়ে পৃথিবী আকৃতি ধারণের পর, অতিরিক্ত দুটি পর্যায়ে আরো দুটি বিবর্তনকে বুঝাচ্ছে যথা পৃথিবীর বুকে পাহাড়-পর্বত নদী-নালা স্থাপন এবং শাক্-শব্জি, গাছ-পালা ও জীব-জন্তু সৃষ্টি। আয়াত ১৩ দেখুন।

'এতে এর খাদ্য সামগ্রীর উপকরণসমূহ চার পর্যায়কালে সমভাবে সব প্রার্থীর জন্য উত্তমরূপে সুষম করেছেন' কথাটি দ্বারা এটাই বুঝাচ্ছে যে এতে বসবাসকারী সকলের জন্য খাদ্য উৎপাদন করতে পৃথিবী সকল সময়েই সক্ষম হবে।

২৬২৪। 'সমভাবে সব প্রার্থীর জন্য' কথাটি দ্বারা এটাই বুঝায় যে আল্লাহ তাআলা পৃথিবীতে সকল জীবের জন্যই খাদ্যের ব্যবস্থা রেখেছেন, যারা প্রকৃতির বিধানের সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে খাদ্যান্বেষণ করবে। তারা অভুক্ত থাকবে না। মানুষের ক্ষুধা ও অন্যান্য শারীরিক প্রয়োজনাদি মিটাবার সকল উপাদানই পৃথিবীতে উৎপাদিত দ্রব্যাদির মধ্যে রয়েছে। অতএব এই কথা বলা কখনো ঠিক হবে না যে পৃথিবী ক্রমবর্ধমান জন-সংখ্যার মুখে আহার যোগাতে সক্ষম হবে না। 'পৃথিবী ২৮০০ কোটি মানুষের খাদ্য, বস্ত্র ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় কৃষি-পণ্য উৎপাদন করার ক্ষমতা রাখে'। (প্রফেসর কোলিন ক্লার্ক, পরিচালক, এগ্রিকালচারাল ইকনমিকস্ রিসার্চ ইনস্টিটিউট, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি)। অতি সম্প্রতি জাতিপুঞ্জ খাদ্য ও কৃষি সংস্থা এর এক প্রতিবেদনে বলেছে, 'পৃথিবীর খাদ্য উৎপাদনের বৃদ্ধি জন-সংখ্যার দ্বিগুন হয়ে থাকে" (দেখুন খাদ্য ও কৃষির অবস্থা, ১৯৫৯)।

২৬২৫। 'কুরহান' বা কারহান' উভয়ই কারিহা ধাতু থেকে উৎপন্ন। কারিহা অর্থ সে অপছন্দ করেছিল। 'কুরহান' বলতে বুঝায়, তুমি যা পছন্দ কর না, আর কারহান বলতে বুঝায় অন্যের দ্বারা বাধ্য হয়ে তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তুমি যা কর। 'ফা'আলাহু কারহান' অর্থ সে অনিচ্ছা সত্ত্বেও এটা করলো।

২৬২৬ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

فَقَضٰىهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ فِيْ يَوْمَيْنِ وَ
اَوْحٰى فِيْ كُلِّ سَمَآءٍ اَمْرَهَا ؕ وَ زَيَّنَّا
السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ ۖ وَ حِفْظًا ؕ
ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ﴿١٢﴾

১৩। এরপর তিনি একে দুটি পর্যায়কালে[২৬২৭] সাত আকাশে বিভক্ত করে দিলেন এবং প্রত্যেক আকাশকে এর নিয়মনীতি সম্পর্কে ওহী করলেন। [ক]আর আমরা পৃথিবীর আকাশকে প্রদীপ ও সুরক্ষার উপকরণ দিয়ে সাজালাম। এ হলো মহা পরাক্রমশালী (ও) সর্বজ্ঞ (আল্লাহ্‌র) ব্যবস্থাপনা।

فَاِنْ اَعْرَضُوْا فَقُلْ اَنْذَرْتُكُمْ صٰعِقَةً
مِّثْلَ صٰعِقَةِ عَادٍ وَّ ثَمُوْدَ ﴿١٣﴾

১৪। অতএব তারা মুখ ফিরিয়ে রাখলে তুমি বল, '[খ]আমি আদ ও সামূদ (জাতির ওপর নেমে আসা) আযাবের ন্যায় আযাব সম্বন্ধে তোমাদের সতর্ক করছি।'

اِذْ جَآءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْۢ بَيْنِ
اَيْدِيْهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا
اِلَّا اللّٰهَ ؕ قَالُوْا لَوْ شَآءَ رَبُّنَا
لَاَنْزَلَ مَلٰٓئِكَةً فَاِنَّا بِمَآ اُرْسِلْتُمْ
بِهٖ كٰفِرُوْنَ ﴿١٥﴾

১৫। তাদের কাছে যখন তাদের যুগেও এবং তাদের পূর্বের[২৬২৭-ক] যুগেও (আমার) রসূলরা এসে (বলেছিল), 'আল্লাহ্ ছাড়া কারো উপাসনা করো না' তখন তারা বললো, 'আমাদের প্রভু-প্রতিপালক যদি চাইতেন তাহলে অবশ্যই ফিরিশ্‌তা অবতীর্ণ করতেন। সুতরাং যে বাণীসহ তোমাদের পাঠানো হয়েছে আমরা অবশ্যই তা অস্বীকার করি'।

فَاَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوْا فِي الْاَرْضِ
بِغَيْرِ الْحَقِّ وَ قَالُوْا مَنْ اَشَدُّ مِنَّا
قُوَّةً ؕ اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذِيْ
خَلَقَهُمْ هُوَ اَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً ؕ وَ
كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يَجْحَدُوْنَ ﴿١٦﴾

১৬। আর রইলো আদ (জাতির কথা)। তারা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে অহংকার করে বেড়াতো এবং বলতো, 'শক্তিতে কে আমাদের চেয়ে বেশি প্রবল?' তারা কি দেখেনি, যে আল্লাহ্ তাদের সৃষ্টি করেছেন তিনি শক্তিতে তাদের চেয়ে প্রবল? এরপরও তারা অনবরত আমাদের নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করতে থাকলো!

দেখুন ঃ ক. ১৫ঃ১৭, ৩৭ঃ৭, ৬৭ঃ৬ খ. ৪০ঃ৩১-৩২

২৬২৬। এ আয়াত থেকে বুঝা যায়, এ বিশ্ব-জগতে যা কিছু আছে তা একটি নিয়মের নিয়ন্ত্রণে আছে এবং সেই নিয়ম অনুযায়ী কাজ কর্ম করে। নিজের ইচ্ছায় কিছু করার মত শক্তি সেগুলোর নেই। মানুষই একমাত্র জীব, যার ইচ্ছা-শক্তির স্বাধীনতা রয়েছে এবং ইচ্ছা করলে প্রকৃতির নিয়মাবলীকে এক সীমা পর্যন্ত সে অমান্যও করতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে সে তার এই ইচ্ছা-অনিচ্ছার স্বাধীনতাকে নিজের ক্ষতি সাধনেই ব্যবহার করে থাকে। ৩৩:৭৩ আয়াতের তাৎপর্যও এটাই।

২৬২৭। ১০ ও ১১ নং আয়াতে বলা হয়েছে, দুটি পর্যায়কালে পৃথিবী সৃষ্ট হয়েছে এবং এর উপরে পর্বত, নদী প্রভৃতি এবং শস্যাদিসহ প্রাণী জগৎ স্থাপিত হয়েছে আরো দুটি পর্যায়কালে। এই আয়াতে বলা হচ্ছে, পৃথিবী সৃষ্টিতে যেমন দুটি পর্যায়কাল লেগেছে তেমনি সৌরজগতকেও এর গ্রহ-উপগ্রহসহ দুটি পর্যায়কালে সৃষ্টি করা হয়েছিল। এইরূপে এই বিশ্ব-জগৎ ছয় পর্যায়কালে সৃষ্টি করা হয়েছে। এই হিসাবটা ৭ঃ৫৫ এবং ৫০ঃ৩৯ আয়াতগুলোর সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ। "ইয়াউম" শব্দটি "পর্যায়" অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে মনে করলে ১০, ১১, ও ১৩নং আয়াত তিনটি দ্বারা বুঝায় যে এই বিশ্বজগৎ ছয়টি পর্যায়ে সৃষ্টি করা হয়েছে। বিশ্ব-জগৎ সৃষ্টি সম্পন্ন হবার পর পৃথিবীতে মানুষের সৃষ্টি হয় এবং এই মানবসৃষ্টিও ছয়টি পর্যায়ে সম্পন্ন হয় (২৩ঃ১৩-১৫)।

২৬২৭-ক। তাদের জাতীয় জীবনের সর্ব পর্যায়ে নবীর আগমন অব্যাহত ছিল।

فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا صَرْصَرًا فِيْٓ اَيَّامٍ نَّحِسَاتٍ لِّنُذِيْقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَخْزٰى وَهُمْ لَا يُنْصَرُوْنَ ﴿١٧﴾

১৭। অতএব আমরা ভয়ঙ্কর অশুভ দিনগুলোতে তাদের ওপর এক প্রচন্ড ঝঞ্ঝাবায়ু প্রবাহিত করলাম যেন তাদের আমরা (এ) পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনাজনক আযাব ভোগ করাই। আর পরকালের আযাব অবশ্যই অধিক লাঞ্ছনাজনক। আর তাদের সাহায্য করা হবে না।

وَاَمَّا ثَمُوْدُ فَهَدَيْنٰهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمٰى عَلَى الْهُدٰى فَاَخَذَتْهُمْ صٰعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُوْنِ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿١٨﴾

১৮। আর রইলো সামূদ (জাতির কথা)। আমরা তাদেরও সঠিক পথ দেখিয়েছিলাম। কিন্তু তারা অন্ধত্ব পছন্দ করে হেদায়াতের ওপর (এ অন্ধত্বকে) প্রাধান্য দিল। অতএব তাদের কৃতকর্মের কারণে এক লাঞ্ছনাদায়ক আযাবের বজ্র তাদের ধরে ফেললো।

وَنَجَّيْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ ﴿١٩﴾ ع

২ [১০] ১৬ ১৯। আর যারা ঈমান এনেছিল এবং তাক্ওয়া অবলম্বন করতো আমরা তাদের উদ্ধার করলাম।

وَيَوْمَ يُحْشَرُ اَعْدَآءُ اللّٰهِ اِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوْزَعُوْنَ ﴿٢٠﴾

★ ২০। আর যেদিন [ক]আল্লাহ্‌র শত্রুদের একত্র করে আগুনের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে সেদিন বিভিন্ন শ্রেণীতে তাদের ভাগ করা হবে।

حَتّٰٓى اِذَا مَا جَآءُوْهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَاَبْصَارُهُمْ وَجُلُوْدُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٢١﴾

২১। অবশেষে তারা যখন সেই (আগুন) পর্যন্ত পৌঁছবে তখন তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে [খ]তাদের কান, তাদের চোখ এবং তাদের চামড়া তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে[২৬২৮]।

وَقَالُوْا لِجُلُوْدِهِمْ لِمَ شَهِدْتُّمْ عَلَيْنَا ۗ قَالُوْٓا اَنْطَقَنَا اللّٰهُ الَّذِيْٓ اَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَّهُوَ خَلَقَكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿٢٢﴾

২২। আর তারা নিজেদের চামড়াকে[২৬২৯] বলবে, 'তোমরা কেন আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলে?' তারা উত্তর দিবে, 'আল্লাহ্ আমাদের বলার শক্তি দিয়েছেন, যিনি সব কিছুকে বাক্‌শক্তি দান করেছেন। আর তিনিই প্রথমবার তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁরই দিকে তোমাদের ফিরিয়ে নেয়া হবে।

দেখুন ঃ ক. ২৭ঃ৮৪ খ. ২৪ঃ২৫, ৩৬ঃ৬৬

২৬২৮। অপরাধীদের চক্ষু ও কর্ণ তিনভাবে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দান করবেঃ (১) তাদের কুকর্মের ফলাফল দৈহিক অবয়বের রূপ নিবে, (২) তাদের দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহ অসৎকর্মের ফলে পঙ্গুত্ব লাভ করবে, এ পঙ্গুত্বই তাদের অপরাধের সাক্ষ্য বহন করবে, (৩) তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গর চলাফেরা ও কার্যাবলী রেকর্ড হিসাবে সংরক্ষিত থাকবে এবং কিয়ামতের দিন প্রদর্শিত হবে।

২৬২৯। চামড়া মানুষের কর্মকাণ্ডে সর্বাপেক্ষা বড় ভূমিকা পালন করে থাকে। কেবল স্পর্শানুভূতিই নয়, অন্যান্য অনুভূতিও এর অন্তর্গত। চক্ষু ও কর্ণের যে পাপ তা দর্শন ও শ্রবণের মধ্যে সীমাবদ্ধ, কিন্তু চামড়ার পাপ শরীরের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে বেষ্টন করে। কেননা দেহের বাহ্যিক অঙ্গগুলোর সবই চর্ম দ্বারা আবৃত।

وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُوْنَ اَنْ يَّشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَآ اَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُوْدُكُمْ وَلٰكِنْ ظَنَنْتُمْ اَنَّ اللّٰهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيْرًا مِّمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿٢٣﴾

২৩। আর তোমাদের বিরুদ্ধে তোমাদের কান, তোমাদের চোখ এবং তোমাদের চামড়াও সাক্ষ্য দিতে পারে (না ভেবে) তোমরা (তোমাদের পাপ) গোপন করতে না। কিন্তু তোমরা ধারণা করে বসেছিলে তোমাদের অনেক কৃতকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ্ জানেনই না।★

وَذٰلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِيْ ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ اَرْدٰىكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ مِّنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿٢٤﴾

২৪। আর তোমরা তোমাদের প্রভু-প্রতিপালক সম্পর্কে যে ধারণা পোষণ করতে[২৬৩০] তা-ই তোমাদের ধ্বংস করে দিল এবং তোমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্গত হয়ে গেলে।

فَاِنْ يَّصْبِرُوْا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ ۚ وَاِنْ يَّسْتَعْتِبُوْا فَمَا هُمْ مِّنَ الْمُعْتَبِيْنَ ﴿٢٥﴾

★ ২৫। [ক]এখন তারা সহ্য করতে পারলে আগুনই হবে তাদের ঠাঁই। আর তারা শুনানীর সুযোগ চাইলে তারা শুনানীর জন্য সুযোগপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে না[২৬৩১]।

وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَآءَ فَزَيَّنُوْا لَهُمْ مَّا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِيْٓ اُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ ۚ اِنَّهُمْ كَانُوْا خٰسِرِيْنَ ﴿٢٦﴾

★ ২৬। আর আমরা তাদের সঙ্গীসাথী নিযুক্ত করে দিয়েছিলাম, [খ]যারা তাদের কাছে সেসব কিছু আকর্ষণীয় করে (দেখিয়েছিল) যা পূর্বে গত হয়ে গেছে এবং যা তাদের সামনে রয়েছে[২৬৩২]। আর তাদের বিরুদ্ধে (সেভাবেই) সিদ্ধান্ত প্রদত্ত হলো যেভাবে তাদের পূর্বের জিন (অর্থাৎ বড় লোক) অথবা সাধারণ লোকদের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত প্রদত্ত হয়েছিল। নিশ্চয় তারা ছিল ক্ষতিগ্রস্ত।

৩ [৭] ১৭

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَسْمَعُوْا لِهٰذَا الْقُرْاٰنِ وَالْغَوْا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُوْنَ ﴿٢٧﴾

২৭। আর যারা অস্বীকার করেছে তারা বলে, 'তোমরা এ কুরআনে কান দিও না এবং এর পাঠের সময় হৈ চৈ করো[২৬৩৩] যাতে তোমরা জয়ী হতে পার।'

দেখুন ঃ ক. ২৬ঃ১৪, খ. ২৮ঃ৩৫, গ. ২৬ঃ১৬

★[২১-২৩ আয়াতে কিয়ামত দিবসে অপরাধীদের বিরুদ্ধে যেসব সাক্ষী সাক্ষ্য দিবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে এর মাঝে সবার আগে আশ্চর্যজনক সাক্ষ্য হলো চামড়ার সাক্ষ্য। সেই যুগে (অর্থাৎ মহানবী সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের যুগে) চামড়ার সাক্ষ্য সম্পর্কে কিছুই বুঝা সম্ভব ছিল না। কিন্তু বর্তমান যুগে প্রাণীবিদরা নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করেছেন, মানুষের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ আকৃতি ও গড়ন সবচেয়ে বেশি চামড়ার কোষে প্রোথিত থাকে। এমন কি কোটি কোটি বছর পূর্বের কোন প্রাণী যদি মাটি চাপা পড়ে থাকে এবং এর চামড়ার কোষগুলো অক্ষুণ্ন থাকে তাহলে এর কেবল একটি কোষ দিয়ে সম্পূর্ণরূপে তদ্রূপ প্রাণী নূতন করে সৃষ্টি করা যায়। বংশানুগতি প্রকৌশল (জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং) এর মাধ্যমে চামড়ার কোষ দিয়ে ভেড়া বা মানুষের সৃষ্টি হওয়াও এ কুরআনী সাক্ষ্যকে প্রমাণ করে। (হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

২৬৩০। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তাআলার প্রতি জীবন্ত বিশ্বাসের অভাবই সকল পাপ কার্যের মূল কারণ।

২৬৩১। অবিশ্বাসীদের অপরাধসমূহ এতই বীভৎস ও জঘন্য যে তারা ক্ষমার অযোগ্য। তাই তারা আল্লাহ্ তাআলার অনুগ্রহ লাভ করতে পারবে না। এমনকি ক্ষমা ও করুণা ভিক্ষা করার জন্য আল্লাহ্র দরবারে উপস্থিত হওয়া তো দূরের কথা, তারা আল্লাহ্র 'আরশ' এর আশেপাশেও আসতে পারবে না।

২৬৩২। অবিশ্বাসীদের দুষ্ট বন্ধুরা তাদের দুষ্কর্মের প্রশংসা করতো যাতে ঐ দুষ্কর্মগুলো অবিশ্বাসীদের কাছে সুন্দর ও প্রশংসনীয় বলে মনে হয়। এই সঙ্গী-সাথী বন্ধুদেরকেও ঐ শাস্তির অংশীদার করা হবে যা প্রশংসা-প্রতারিত অবিশ্বাসীদের উপর নেমে আসবে। 'তাদের কাছে সে সব কিছু আকর্ষণীয় করে (দেখিয়েছিল) যা পূর্বে গত হয়ে গেছে এবং যা তাদের সামনে রয়েছে' কথাগুলো দ্বারা সেই সকল

২৬৩৩ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

২৮। ক.অতএব যারা অস্বীকার করেছে আমরা নিশ্চয় তাদের কঠোর আযাবের স্বাদ ভোগ করাবো এবং অবশ্যই আমরা তাদের জঘন্যতম কৃতকর্মের প্রতিফল দিব।

فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٨﴾

২৯। আগুনই হলো আল্লাহ্‌র শত্রুদের প্রতিফল। সেখানে তাদের জন্য দীর্ঘকাল থাকার ঘর রয়েছে। হঠকারিতার সাথে আমাদের আয়াতসমূহ তাদের অস্বীকার করার প্রতিফল এটাই।

ذَٰلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ ۖ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ ۖ جَزَاءً بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ﴿٢٩﴾

৩০। আর যারা অস্বীকার করেছে তারা বলবে, 'হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! খ.জিন ও সাধারণ মানুষের[২৬৩৪] মাঝ থেকে যারা আমাদের পথভ্রষ্ট করেছিল তাদেরকে আমাদের দেখিয়ে দাও। আমরা তাদের পদদলিত করবো যাতে করে তারা চরমভাবে লাঞ্ছিত হয়ে যায়।

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ ﴿٣٠﴾

৩১। গ.নিশ্চয় যারা বলে, 'আল্লাহ্ আমাদের প্রভু-প্রতিপালক', এরপর তারা (এতে) অবিচল থাকে তাদের প্রতি ফিরিশতারা অবতীর্ণ হতে থাকবে (এবং তারা বলবে,) 'ভয় করো না, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ো না এবং সেই জান্নাত (লাভে) আনন্দিত হও, যার প্রতিশ্রুতি তোমাদের দেয়া হচ্ছে[২৬৩৫]।

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴿٣١﴾

৩২। আমরা ইহকালে এবং পরকালেও তোমাদের সাথী। আর ঘ.সেখানে তোমাদের জন্য সেসব কিছু থাকবে যা তোমাদের মন চাইবে এবং সেখানে তোমাদের জন্য সেসব কিছু থাকবে যা তোমরা ফরমায়েশ করবে।★

نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ۖ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ﴿٣٢﴾

৪ [৭] ১৮ ৩৩। অতি ক্ষমাশীল (ও) বার বার কৃপাকারীর পক্ষ থেকে এ (হবে) আতিথেয়তা।

نُزُلًا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ ﴿٣٣﴾ ع ৪

৩৪। আর কথা বলার ক্ষেত্রে তার চেয়ে উত্তম কে হতে পারে, যে আল্লাহ্‌র দিকে ডাকে, সৎকর্ম করে এবং বলে, 'নিশ্চয় আমি আত্মসমর্পণকারীদের একজন?'

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٣٣﴾

দেখুন ঃ ক. ২৭ঃ৯১, ৩২ঃ২২ খ. ৩৩ঃ৬৯, ৩৮ঃ৬২ গ. ২১ঃ১০৪, ৪৬ঃ১৪ ঘ. ২৫ঃ১৭

কার্যকলাপ বুঝতে পারে যা তারা তাদের দুষ্ট সাথীদের সঙ্গ-দোষে করেছিল এবং যা তারা স্বীয় পূর্ব-পুরুষদের অন্ধ অনুকরণে করেছিল।
২৬৩৩। অন্ধকারের উপাসকেরা সর্বদাই সত্যের বাণীকে গলা টিপে মারতে চায়। এই উদ্দেশ্যে তারা হৈ চৈ ও গণ্ডগোল বাধিয়ে দেয় এবং সর্বপ্রকারের মিথ্যা, প্রবঞ্চনা ও ধাপ্পাবাজী দ্বারা মানুষের মনকে বিভ্রান্ত করতে অপচেষ্টা চালায়।
২৬৩৪। মানুষ দুই শ্রেণীভুক্ত। এক শ্রেণী হলো জিন এবং অপর শ্রেণী সাধারণ মানুষ।
২৬৩৫। মু'মিনগণ যখন অসীম ধৈর্য ও ত্যাগ-তিতিক্ষার মাধ্যমে অবিচল বিশ্বাসের পরীক্ষায় পাশ করে যায় তখন তাদেরকে আশ্বাস ও সান্ত্বনা দিবার জন্য ইহলোকেই তাদের কাছে ফিরিশতা অবতীর্ণ হন।
★[ওহী যে সদা সর্বদা জারী রয়েছে তা ৩১-৩২ আয়াতে বলা হয়েছে। এ ওহী সেসব লোকের প্রতি অবতীর্ণ করা হবে যারা আল্লাহ্ তাআলার জন্য দৃঢ়তা অবলম্বন করে এবং পরীক্ষার সময় অবিচল থাকে। তাদের প্রতি যেসব ফিরিশ্‌তা অবতীর্ণ হবে এরা তাদের সম্বোধন করে বলবে, আমরা এ পৃথিবীতেও তোমাদের সাথে রয়েছি, পরকালেও তোমাদের সাথে থাকবো এবং তোমাদের সব পবিত্র আকাঙ্ক্ষা

وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۚ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ﴿٣٥﴾

৩৫। আর ভাল ও মন্দ সমান হতে পারে না। যা সবচেয়ে উত্তম তা দিয়ে [ক]তুমি (মন্দকে) প্রতিহত কর[২৬৩৬]। তাহলে যার সাথে তোমার শত্রুতা ছিল সে অচিরেই (তোমার) অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে যাবে।

وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا ۚ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴿٣٦﴾

★ ৩৬। কিন্তু ধৈর্যশীল ছাড়া আর কাউকে এ (মর্যাদা) দান করা হয় না। আর যে (মহত্তের) এক বড় অংশের অধিকারী হয়েছে তাকে ছাড়া আর কাউকে এ (মর্যাদা) দান করা হয় না।

وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٣٧﴾

৩৭। [খ]আর শয়তানের কুমন্ত্রণা তোমাকে প্ররোচিত করলে তুমি আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা কর। নিশ্চয় তিনিই সর্বশ্রোতা (ও) সর্বজ্ঞ।

وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ۚ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿٣٨﴾

৩৮। [গ]আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মাঝে রয়েছে রাত ও দিন এবং সূর্য ও চন্দ্র। তোমরা সূর্যকে সিজদা করো না এবং চন্দ্রকেও (সিজদা করো) না। তোমরা যদি তাঁরই ইবাদত করে থাক তাহলে তোমরা কেবল সেই আল্লাহ্‌কে সিজদা কর যিনি এগুলোকে সৃষ্টি করেছেন।

فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ ﴿٣٩﴾ سجدة

৩৯। কিন্তু তারা অহংকার করলে (জেনে রাখ) যারা তোমার প্রভু-প্রতিপালকের সান্নিধ্যে থাকে তারা রাত দিন তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং তারা ক্লান্ত হয় না। সিজদা-১১

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ ۚ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَىٰ ۚ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤٠﴾

★ ৪০। আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মাঝে এটাও একটি, তুমি ভূমিকে শুষ্ক দেখ, [ঘ]কিন্তু আমরা যখন এর ওপর বৃষ্টি অবতীর্ণ করি তখন তা সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং (সবুজ গাছপালায়) ভরে ওঠে। নিশ্চয়ই যিনি একে জীবন দান করেছেন তিনি মৃতকে জীবন দান করতে পারেন। নিশ্চয় সব কিছুর ওপর তিনি ক্ষমতাবান।★

إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا ۗ أَفَمَن يُلْقَىٰ فِي النَّارِ خَيْرٌ أَم مَّن يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ ۖ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٤١﴾

★ ৪১। যারা আমাদের নিদর্শনাবলী সম্বন্ধে বিতর্ক করে নিশ্চয় তারা আমাদের (দৃষ্টির) আড়ালে নয়। অতএব [ঙ]যাকে আগুনে ফেলে দেয়া হবে সে কি উত্তম, না কি সে, যে কিয়ামত দিবসে নিরাপদ অবস্থায় আসবে? তোমরা যা চাও করে বেড়াও। তোমরা যা-ই করে থাক নিশ্চয় তিনি (তা) পুরোপুরি দেখেন।

দেখুন ঃ ক. ১৩ঃ২৩, ২৮ঃ৫৫ খ. ১২ঃ১০১ গ. ১৭-১৩, ৪০ঃ৬২ ঘ. ২২ঃ৬, ৩০ঃ৫১, ৩৫ঃ২৮ ঙ. ৩৮ঃ২৯

পূর্ণ করা হবে। (হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

২৬৩৬। ধর্ম প্রচার এমনি এক কাজ যে এতে অনিবার্যভাবেই প্রচারকের উপর অত্যাচার ও যুলুম নেমে আসে। এই জন্য আয়াতটিতে উপদেশ দেয়া হয়েছে, প্রচারক যেন অত্যন্ত ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার সাথে এগুলো সহ্য করেন-এমনকি অত্যাচারীর অত্যাচার ও অনিষ্টের বদলে প্রচারক যেন অত্যাচারীর মঙ্গল সাধন করেন।

★[আকাশ থেকে পানি বর্ষিত হওয়ার পর মৃত ভূমি জীবিত হওয়ার কথা এ আয়াতে বলা হয়েছে। সুতরাং মৃত্যুর পরের জীবনও এ বিষয়বস্তুর সাথে সম্পৃক্ত। পুনরুত্থান তো সবারই হবে। কিন্তু প্রকৃত আধ্যাত্মিক জীবন তারাই লাভ করবে ঐশী বাণী অবতীর্ণ হওয়ার পর যারা তা থেকে কল্যাণ লাভ করবে, অর্থাৎ যারা নবীগণকে (আ:) স্বীকার করে এবং তাঁদের শিক্ষার ওপর আমল করে। আকাশের পানি পৃথিবীর সব জায়গায়ই তো বর্ষিত হয়। কিন্তু শুকনো পাথর ও নিষ্ফলা ভূমি তা থেকে উপকৃত হয় না। এ পানি কেবল সেই ভূমিকে জীবিত করে যার মাঝে জীবনীশক্তি আছে। (হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَآءَهُمْ ۚ وَ إِنَّهٗ لَكِتٰبٌ عَزِيْزٌ ﴿٤٢﴾

৪২। যারা এ যিক্র[২৬৩৭] (অর্থাৎ কুরআন) তাদের কাছে আসার পর তা অস্বীকার করে নিশ্চয় তারা (শাস্তি পাবে)। অথচ এ হলো এক সম্মানিত কিতাব।

لَّا يَأْتِيْهِ الْبَاطِلُ مِنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ لَا مِنْ خَلْفِهٖ ؕ تَنْزِيْلٌ مِّنْ حَكِيْمٍ حَمِيْدٍ ﴿٤٣﴾

৪৩। মিথ্যা [ক]এর কাছে এর সামনে থেকে এবং এর পেছন থেকেও আসতে পারে না[২৬৩৮]। পরম প্রজ্ঞাময় (ও) পরম প্রশংসাভাজন (আল্লাহ্‌র) পক্ষ থেকে (এ কুরআন) অবতীর্ণ হয়েছে।

مَا يُقَالُ لَكَ اِلَّا مَا قَدْ قِيْلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ ؕ اِنَّ رَبَّكَ لَذُوْ مَغْفِرَةٍ وَّ ذُوْ عِقَابٍ اَلِيْمٍ ﴿٤٤﴾

৪৪। তোমাকে কেবল তা-ই বলা হচ্ছে যা তোমার পূর্ববর্তী রসূলদের বলা হয়েছিল। [খ]নিশ্চয় তোমার প্রভু-প্রতিপালক অতি ক্ষমার অধিকারী এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তিদাতাও।

وَ لَوْ جَعَلْنٰهُ قُرْاٰنًا اَعْجَمِيًّا لَّقَالُوْا لَوْلَا فُصِّلَتْ اٰيٰتُهٗ ؕ ءَاَعْجَمِيٌّ وَّ عَرَبِيٌّ ؕ قُلْ هُوَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هُدًى وَّ شِفَآءٌ ؕ وَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ فِيْۤ اٰذَانِهِمْ وَقْرٌ وَّ هُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى ؕ اُولٰٓئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَّكَانٍۢ بَعِيْدٍ ﴿٤٥﴾ ع

৪৫। আর আমরা যদি [গ]এ কুরআনকে 'আজমী' (অর্থাৎ দুর্বোধ্য ও কঠিন) বানাতাম তবে নিশ্চয় তারা বলতো, 'এর আয়াতসমূহ কেন সুস্পষ্ট (অর্থাৎ বোধগম্য) করা হয়নি?' আজমী ও আরবী কি (সমান হতে পারে)? তুমি বল, 'যারা ঈমান এনেছে এটি তো তাদের জন্য পথনির্দেশনা ও আরোগ্য। আর যারা ঈমান আনে না তাদের কানে বধিরতা রয়েছে এবং তা (অর্থাৎ কুরআনের গুঢ়তত্ত্ব) তাদের কাছে গোপন রয়েছে[২৬৩৮-ক]। এদেরকেই (যেন) এক দূরবর্তী স্থান থেকে ডাকা হচ্ছে[২৬৩৯]।

৫ [১২] ১৯

দেখুন ঃ ক. ১৫ঃ১১ খ. ১৩ঃ৭; ৫৩ঃ৩৩ গ. ১৬ঃ১০৪; ২৬ঃ১৯৬; ৪৬ঃ১৩।

২৬৩৭। কুরআনকে যিক্র বলা হয়েছে। কারণ ঃ (ক) এতে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিধিবিধান ও সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি বিভিন্নভাবে, বিভিন্ন আকারে বার বার উপস্থাপন করা হয়েছে, যাতে মানুষ সহজে স্মরণ রাখতে পারে, (খ) এটি মানুষকে ঐ সকল মহতী শিক্ষা স্মরণ করায়, যেগুলো পূর্বেকার ধর্মগ্রন্থগুলোতে অবতীর্ণ হয়েছিল, (গ) এর শিক্ষাগুলোকে বাস্তব জীবনে অবলম্বন ও অনুসরণ করে মানুষ আধ্যাত্মিক মর্যাদার উচ্চতম পর্যায়ে পৌছতে সক্ষম হয় (যিক্র শব্দের অন্য অর্থ সম্মান, মর্যাদা)।

২৬৩৮। কুরআন এমনই একটি আশ্চর্যগ্রন্থ যে এর প্রচারিত মহান সত্যসমূহ, নীতিমালা ও আদর্শসমূহের একটিকেও পুরাতন জ্ঞান বা আধুনিক বিজ্ঞান দ্বারা ভুল প্রমাণিত করা আজ পর্যন্ত সম্ভব হয়নি।

২৬৩৮-ক। কুরআনের অর্থ ও মর্ম তাদের কাছে অস্পষ্ট এবং এর সৌন্দর্য ও কল্যাণ তাদের চক্ষু থেকে লুক্কায়িত।

২৬৩৯। এই উক্তি 'এদেরকেই (যেন) এক দূরবর্তী স্থান থেকে ডাকা হচ্ছে' এর অর্থ– কিয়ামত দিবসে অবিশ্বাসীদের আল্লাহ্ তাআলার বিচারাসনের কাছেও ঘেঁষতে দেয়া হবে না, বরং বহু দূরবর্তী স্থান থেকে তাদের অপকর্মের হিসাব দিতে তাদেরকে আহ্বান করা হবে। এই বাক্যাংশটির অর্থ এও পারে, যেহেতু অবিশ্বাসীরা কুরআনের বাণীর প্রতি কর্ণপাত করেনি এবং এর বিষয়বস্তুর উপরে চিন্তা-ভাবনা করতেও অস্বীকার করেছে সেহেতু এটি তাদের নিকট দুর্বোধ্য, অস্পষ্ট ও এলোমেলো মনে হচ্ছে যেমন দূর থেকে আওয়াজ এলে শব্দ বা বাক্যগুলো স্পষ্ট ও অর্থবোধক হয় না।

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ فَاخْتُلِفَ فِيْهِ ۚ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ۚ وَاِنَّهُمْ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيْبٍ ﴿٤٦﴾

৪৬। আর নিশ্চয় আমরা মূসাকে কিতাব দান করেছিলাম। কিন্তু তাতে মতভেদ করা হলো। আর তোমার প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে [ক]যদি আদেশ জারী না হয়ে থাকতো[২৬৩৯-ক] তাহলে অবশ্যই তাদের মাঝে মীমাংসা করে দেয়া হতো। আর নিশ্চয় তারা এ সম্পর্কে এক উদ্বেগজনক সন্দেহে পড়ে রয়েছে।

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ اَسَآءَ فَعَلَيْهَا ۗ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ ﴿٤٧﴾

৪৭। [খ]যে-ই সৎকাজ করে সে তার নিজের জন্যই (তা) করে এবং যে-ই মন্দকাজ করে সে তার নিজের বিরুদ্ধেই (তা) করে। আর তোমার প্রভু-প্রতিপালক নগণ্য বান্দাদের ওপর বিন্দুমাত্রও অন্যায় করেন না।

اِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ ۗ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرٰتٍ مِّنْ اَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ اُنْثٰى وَلَا تَضَعُ اِلَّا بِعِلْمِهٖ ۗ وَيَوْمَ يُنَادِيْهِمْ اَيْنَ شُرَكَآءِيْ ۗ قَالُوْٓا اٰذَنّٰكَ ۗ مَا مِنَّا مِنْ شَهِيْدٍ ﴿٤٨﴾

২৫তম পারা

★ ৪৮। প্রতিশ্রুত মুহূর্তের জ্ঞান তাঁরই দিকে ফিরানো হয় (অর্থাৎ এর পূর্ণ জ্ঞান তাঁরই আয়ত্তাধীনে)। তাঁর অজ্ঞাতসারে[২৬৪০] কোন ফল এর মঞ্জরীর আবরণ থেকে বের হয় না এবং [গ]কোন নারী গর্ভধারণ করে না এবং সন্তানও প্রসব করে না। আর সেদিনের (কথা চিন্তা কর) যখন তিনি তাদের ডেকে বলবেন, 'আমার প্রতি আরোপিত [ঘ]শরীকরা কোথায়?' তারা বলবে, 'আমরা তোমার কাছে ঘোষণা করছি, আমাদের কেউই এ (ব্যাপারে) সাক্ষী নয়।'

وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَدْعُوْنَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُّوْا مَا لَهُمْ مِّنْ مَّحِيْصٍ ﴿٤٩﴾

★ ৪৯। আর [ঙ]তারা পূর্বে যাদের ডাকতো তারা তাদের কাছ থেকে হারিয়ে যাবে। তখন তারা অনুধাবন করবে তাদের পালাবার কোন পথ নেই।

لَا يَسْـَٔمُ الْاِنْسَانُ مِنْ دُعَآءِ الْخَيْرِ ۖ وَاِنْ مَّسَّهُ الشَّرُّ فَيَـُٔوْسٌ قَنُوْطٌ ﴿٥٠﴾

৫০। [চ]মানুষ কল্যাণ চাওয়ার ক্ষেত্রে ক্লান্ত হয় না এবং তার কোন অকল্যাণ হলে সে হতাশ (ও) নিরাশ হয়ে পড়ে।

দেখুন ঃ ক. ১০ঃ২০; ১১ঃ১১১; ২০১৩০; ৪২ঃ১৫ খ. ৩ঃ১৮৩; ৮ঃ৫২; ১৭ঃ৮; ২২ঃ১১ গ. ১৩ঃ৯; ৩৫ঃ১২ ঘ. ১৮ঃ৫৩; ২৮ঃ৬৫ ঙ. ৪০ঃ৭৫ চ. ১১ঃ১০-১১; ১৭ঃ৮৪।

২৬৩৯-ক। এখানে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে আল্লাহ্ তাআলার এই কথাগুলোর প্রতি 'আমার রহমত প্রত্যেক বস্তুকে ঘিরে আছে, (৭ঃ১৫৭)।

২৬৪০। একমাত্র আল্লাহ্ তাআলাই জানেন, আরবের ভূমিতে মহানবী মহাম্মদ (সাঃ) যে বীজ বপন করেছেন তা কীরূপে কত বড় হবে এবং কি ধরনের ফল দান করবে। ফলগুলো পচা হলে তো ঐগুলোকে ধ্বংসই করা হবে, কিন্তু ঐ ফল যদি সুস্বাদু ও পুষ্টিকর হয় তাহলে সেগুলো নিশ্চয়ই সযত্নে সুরক্ষিত হবে।

وَلَئِنْ اَذَقْنٰهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِنْۢ بَعْدِ ضَرَّآءَ مَسَّتْهُ لَيَقُوْلَنَّ هٰذَا لِيْ ۙ وَمَآ اَظُنُّ السَّاعَةَ قَآئِمَةً ۙ وَّلَئِنْ رُّجِعْتُ اِلٰى رَبِّيْٓ اِنَّ لِيْ عِنْدَهٗ لَلْحُسْنٰى ۚ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِمَا عَمِلُوْا ۡ وَلَنُذِيْقَنَّهُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيْظٍ ﴿٥١﴾

৫১। [ক]আর কোন কষ্টের সম্মুখীন হওয়ার পর আমরা তাকে আমাদের কৃপার কোন স্বাদ গ্রহণ করালে সে অবশ্যই বলে, 'এটা আমার[২৬৪১] (প্রাপ্য) ছিল। আর প্রতিশ্রুত মুহূর্ত আসবে বলে আমি মনে করি না। আর আমাকে আমার প্রভু-প্রতিপালকের দিকে ফিরিয়ে নেয়া হলেও নিশ্চয় আমার জন্য তাঁর কাছে উঁচু মানের কল্যাণ থাকবে।' সুতরাং যারা অস্বীকার করেছে আমরা অবশ্যই তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে তাদের অবহিত করবো। আর আমরা অবশ্যই কঠোর আযাবের স্বাদ তাদের ভোগ করাবো।

وَاِذَآ اَنْعَمْنَا عَلَى الْاِنْسَانِ اَعْرَضَ وَنَاٰ بِجَانِبِهٖ ۚ وَاِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُوْ دُعَآءٍ عَرِيْضٍ ﴿٥٢﴾

★ ৫২। [খ]আর আমরা যখন মানুষকে কোন অনুগ্রহে ভূষিত করি তখন সে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং সরে পড়ে। কিন্তু সে যখন অনিষ্টের সম্মুখীন হয় তখন দেখ, সে দীর্ঘ মিনতিভরা প্রার্থনায় রত হয়ে যায়।

قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهٖ مَنْ اَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِيْ شِقَاقٍ بَعِيْدٍ ﴿٥٣﴾

৫৩। তুমি বল, 'তোমরা বল তো দেখি, এটা যদি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে হয়ে থাকে (এবং) এরপরও তা অস্বীকার কর তাহলে যে ঘোর বিরুদ্ধাচরণে লিপ্ত রয়েছে তার চেয়ে অধিক বিপথগামী আর কে হতে পারে?'

سَنُرِيْهِمْ اٰيٰتِنَا فِي الْاٰفَاقِ وَفِيْٓ اَنْفُسِهِمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُ الْحَقُّ ۗ اَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ اَنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ ﴿٥٤﴾

★ ৫৪। [গ]অচিরেই আমরা আমাদের নিদর্শনাবলী তাদেরকে দিগন্তে (উদ্ভাসিত হতে) দেখাবো এবং তাদের নিজেদের মাঝেও (দেখাবো)[২৬৪২], এমন কি এ (কুরআন) তাদের কাছে সত্য বলে প্রতীয়মান হয়ে যাবে। সবকিছুর ওপর তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে তোমার প্রভু-প্রতিপালকই কি যথেষ্ট নয়?

اَلَآ اِنَّهُمْ فِيْ مِرْيَةٍ مِّنْ لِّقَآءِ رَبِّهِمْ ۗ اَلَآ اِنَّهٗ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيْطٌ ﴿٥٥﴾ ع

৫৫। সাবধান! তারা নিজেদের প্রভু-প্রতিপালকের (সাথে) সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সন্দেহে পড়ে রয়েছে। সাবধান! নিশ্চয় তিনি সব কিছু ঘিরে আছেন।

৬ [১০] ১

দেখুন ঃ ক. ১০ঃ২২; ১১ঃ১১ খ. ১১ঃ১০; ১৭ঃ৮৪ গ. ৫১ঃ২১-২২।

২৬৪১। মানুষের স্বভাব এটাই যে যখন সে কষ্টে পড়ে তখন সে হা-হুতাশ করতে থাকে। কিন্তু যখন সে সম্পদশালী হয় তখন সে উদ্ধত ও বেপরওয়া বনে যায় এবং এমন ব্যবহার করে, যেন কোন দিনই সে অভাবগ্রস্ত ছিল না। তার অহমিকা তখন এতদূর গড়ায় যে সে তার কৃত-কার্যতাকে সম্পূর্ণভাবে তার প্রচেষ্টা ও সামর্থ্যের ফল বলে মনে করে।

২৬৪২। এ আয়াতে সুস্পষ্ট ও জোরালো ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে, ইসলাম কেবল আরবদেশের নিকটবর্তী পাশাপাশি দেশগুলোতে বিস্তৃত হয়েই থেমে যাবে না, বরং তা বিশ্বের দূরতম প্রান্তগুলোতেও ছড়িয়ে পড়বে। "আফাক" অর্থ দূরদূরান্তরের অঞ্চলসমূহ (লেইন)।